নারায়ণের ভেলকিতে ছুটি বিরাটদের

অরিন্দম বন্দ্যোপাধ্যায়

কলকাতা, ১১ অক্টোবর : নারায়ণ। নারায়ণ। নারায়ণ!

ঘুমের ঘোরে এবার থেকে বিরাট কোহলি নারায়ণ মন্ত্র জপতে শুরু করলে স্ত্রী অনুষ্কা শর্মার প্রতিক্রিয়া কী হতে পারে?

কিংবদন্তি শচীন তেন্ডুলকারের ব্যাটে বেদম মার খাওয়ার পর শেন ওয়ার্নের এমন অবস্থা হয়েছিল বলে শোনা যায়। দুঃস্বপ্নের নায়ক হিসেবে শচীনকে দেখতেন ওয়ার্ন। কোহলিও আজকের পর থেকে ওয়ার্নের দলে নাম লিখিয়ে ফেললেন।

রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স ব্যাঙ্গালোরের অধিনায়ক হিসেবে আজ আইপিএলের শেষ ম্যাচটা খেলে ফেললেন বিরাট। ম্যাচ শুরুর আগে তাঁর মুখের চওড়া হাসি সুনীল নারায়ণের (৪-০-২১-৪) বোলিং শুরুর পর মিলিয়ে গিয়েছিল। আর পাঁচ নম্বরে ব্যাট হাতে নারায়ণ (১৫ বলে ২৬) সংহার শুরু হতেই বিধ্বস্ত লাগছিল ভারত অধিনায়ককে।

মহেন্দ্র সিং ধোনি গত রাতে তাঁর দলকে ফাইনালে তুলে প্রমাণ করেছেন, অধিনায়ক অনেকেই হতে পারেন। কিন্তু আদর্শ নেতা হওয়ার জন্য 'এক্স' ফ্যাক্টর প্রয়োজন হয়। ক্যাপ্টেন কোহলির মধ্যে সেটা থাকলে নারায়ণের জন্য ড্যানিয়েল ক্রিশ্চিয়ানকে শর্ট বল করার স্বাধীনতা দিতেন না তিনি। ইনিংসের ১২তম ওভারে চরম 'ভুল' করলেন ক্রিশ্চিয়ান। তিন ছক্কার সুবাদে মোট ২২ রান নিয়ে ম্যাচের রং বদলে দিলেন অলরাউন্ডার নারায়ণ। নিট ফল, টসে জিতে শুরুতে ব্যাট করে নারায়ণ মন্ত্রে ১৩৮/৭ স্কোরে আরসিবি ইনিংস শেষের পর সেই সুনীলের ব্যাটেই ৪ উইকেটে ম্যাচ জিতে আইপিএল থেকে ছুটি হয়ে গেল কোহলিদের। শুভমান গিল (২৯), ভেঙ্কটেশ আইয়ার (২৬), নীতীশ রানারা (২৩) ফেরার পর নারায়ণের অলরাউন্ড দক্ষতায় দ্বিতীয় কোয়ালিফায়ারে কলকাতা নাইট রাইডার্স। অষ্টমীর রাতে নাইটদের মিশন দিল্লি ক্যাপিটালস। সাকিব আল হাসান (অপরাজিত ৯), ইয়োন মরগ্যানের (অপরাজিত ৫) ব্যাটে কোয়ালিফায়ারে কেকেআর।

ফিনিশার মাহির প্রত্যাবর্তন বাংলা ও বাঙালির জন্যও শারদীয়ায় নয়া রং এনে দিয়েছে। মহাষষ্ঠীর সন্ধ্যায় কোহলি যখন টসে জিতে শারজার মন্থর বাইশ গজে ব্যাটিংয়ের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, সময়ের সঙ্গে খেলা যত এগিয়েছে, উৎসবমুখর বাংলার রাজপথের জনজোয়ার মুঠোফোনের মাধ্যমে ম্যাচের স্কোরের দিকে যেমন নজর রেখেছেন, তেমনই পুজোর আড্ডায় উঠে এসেছে ফিনিশার ধোনির স্কিলের কথাও। ধোনি ম্যাচের শেষবেলায় চমক দিয়ে দলকে ফাইনালে তুলে দিয়েছিলেন। কোহলির জন্য ছবিটা আলাদা। যার নির্যাস, যন্ত্রণা। যুজবেন্দ্র চাহাল (১৬/২), হর্ষল প্যাটেল (১৯/২), মহম্মদ সিরাজরা (১৯/২) চেষ্টা করেও তাঁদের অধিনায়কের মুখে হাসি ফোটাতে ব্যর্থ। যদিও আজ ডোয়েন ব্রাভোকে স্পর্শ করে এক মরশুমে ৩২ উইকেট নেওয়ার নজির গড়ে ফেলেছেন হর্ষল।

টসে জিতে ব্যাট করে কোহলি (৩৩ বলে ৩৯) ও দেবদূত পাডিক্কালের (১৮ বলে ২১) দারুণ শুরু। পাওয়ার প্লে-র শুরু থেকেই আগ্রাসী ব্যাটিংয়ে বড় রানের মঞ্চ গড়ার প্রস্তুতি ছিল আরসিবি ওপেনারদের ব্যাটে। লকি ফার্গুসনের (৩০/২) ১৪৯ কিলোমিটার গতির অফস্টাম্পের বাইরের বল অযথা ব্যাট বাড়িয়ে টেনে নিজের স্টাম্প ভেঙে ফেলে পাডিক্কাল ফিরতেই আরসিবি-র ব্যাটিং চাপে। আর তারপরই কাহানি মে টুইস্ট। নাইট স্পিনারদের মায়াজালে জড়িয়ে যাওয়া আরসিবি ব্যাটিংয়ের।

দিল্লির বিরুদ্ধে শেষ ম্যাচে ছক্কা মেরে আরসিবি-কে জেতানো কোনা শ্রীকর ভরত (৯) আজ ব্যর্থ। শারজার মন্থর বাইশ গজে কেকেআরের স্পিন ত্রয়ী সাকিব আল হাসান (২৪/০), নারায়ণ, বরুণ চক্রবর্তীদের (২০/০) মায়াজাল বুঝতে সম্পূর্ণ ব্যর্থ তিনি।

বিরাট কোহলির স্টাম্প ছিটকে দিয়ে সেলিব্রেশন সুনীল নারায়ণের। ভেঙ্কটেশ আইয়ারকে ফিরিয়ে উল্লাস হর্ষল প্যাটেলের। শেষ পর্যন্ত অবশ্য কলকাতা নাইট রাইডার্সের জয়ে প্রতিযোগিতা থেকে ছিটকে যেতে হল হর্ষলদের।

বিশেষ করে নারায়ণ। বোলিং অ্যাকশনে পরিবর্তন করে নিজের বোলিং স্কিলটাই ভিন্ন স্তরে নিয়ে গিয়েছেন তিনি। এবি ডিভিলিয়ার্সকে (১১) যে ডেলিভারিতে বোল্ড করলেন নারায়ণ, প্রতিযোগিতার অন্যতম সেরা বললেও ভুল হবে না। গ্লেন ম্যাক্সওয়েলও (১৫) একইভাবে নাইট স্পিনারদের পাতা ফাঁদে হাঁসফাঁস করে নারায়ণ ভেলকিতে ফিরলেন ডাগআউটে। ক্যারিবিয়ান স্পিনারের স্কিলের কোনও জবাব ছিল না তাঁদের কাছে।

খেলা শুরুর আগে করুণ মুখে ঘুরছিলেন আন্দ্রে রাসেল। ফিটনেস পরীক্ষায় ব্যর্থ হয়েছেন তিনি। স্প্রিন্ট টানতে গেলে হ্যামস্ট্রিংয়ের ব্যথা বেড়ে যাচ্ছে দ্রে রাসের। এমন সম্ভাবনার কথা আন্দাজ করেই বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের সঙ্গে আলোচনা করে কেকেআর কর্তারা সাকিবকে রেখে দিয়েছিলেন দলে। ফলে প্রথম একাদশে কোনও বদল করতে হয়নি নাইটদের। রয়্যালদের প্রথম একাদশেও হয়নি কোনও বদল। শুরুতে বোঝাও যায়নি কেকেআরের রহস্য স্পিন ম্যাচে এমন প্রভাব বিস্তার করবে। তাছাড়া ফার্গুসন-শিবম মাভির (৩৬/০) ধারাবাহিকভাবে ১৪০ কিলোমিটার বা তার বেশি গতির পেস আক্রমণের পাশে স্পিন ত্রয়ীর ম্যাজিক, মন্থর পিচে স্লো বোলিং নাইটদের এবারের আইপিএল অভিযানের ইউএসপি হয়ে উঠেছে।

বিশেষ করে নারায়ণ। তাঁর বিরুদ্ধে অবৈধ বোলিং অ্যাকশনের অভিযোগ উঠেছে বারবার। আর প্রতিবারই সমালোচকদের মুখ বন্ধ করে কামব্যাক করেছেন তিনি। ২০১৪ সালে শেষবার যখন নাইটরা আইপিএল খেতাব জিতেছিল, সেবারও অলরাউন্ডার হিসেবে বিশেষ ভূমিকা নিয়েছিলেন নারায়ণ। আজ আইপিএলের সেরা বোলিং স্পেলের মধ্যে প্রবলভাবে অতীতের ছবি।

স্কোরবোর্ড

রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স ব্যাঙ্গালোর	
দেবদূত বো লকি	২১
কোহলি বো নারায়ণ	৩৯
ভরত ক ভেঙ্কটেশ বো নারায়ণ	৯
ম্যাক্সওয়েল ক লকি বো নারায়ণ	১৫
ডিভিলিয়ার্স বো নারায়ণ	১১
শাহবাজ ক মাভি বো লকি	১৩
ক্রিশ্চিয়ান রানআউট	৯
হর্ষল অপরাজিত	৮
গার্টন অপরাজিত	০
অতিরিক্ত	১৩
মোট (৭ উইকেটে)	১৩৮

উইকেট পতন ঃ ৪৯/১, ৬৯/২, ৮৮/৩, ১০২/৪, ১১২/৫, ১২৬/৬, ১৩৪/৭।

বোলিং ঃ সাকিব ৪-০-২৪-০, মাভি ৪-০-৩৬-০, বরুণ ৪-০-২০-০, লকি ৪-০-৩০-২, নারায়ণ ৪-০-২১-৪।

কলকাতা নাইট রাইডার্স	
শুভমান ক ডিভিলিয়ার্স বো হর্ষল	২৯
ভেঙ্কটেশ ক ভরত বো হর্ষল	২৬
ত্রিপাঠী এলবিডব্লিউ বো চাহাল	৬
নীতীশ ক ডিভিলিয়ার্স বো চাহাল	২৩
নারায়ণ বো সিরাজ	২৬
কার্তিক ক ভরত বো সিরাজ	১০
মরগ্যান অপরাজিত	৫
সাকিব অপরাজিত	৯
অতিরিক্ত	৫
মোট (৬ উই, ১৯.৪ ওভার)	১৩৯

উইকেট পতন ঃ ৪১/১, ৫৩/২, ৭৯/৩, ১১০/৪, ১২৫/৫, ১২৬/৬।

বোলিং ঃ সিরাজ ৪-০-১৯-২, গার্টন ৩-০-২৯-০, হর্ষল ৪-০-১৯-২, চাহাল ৪-০-১৬-২, ম্যাক্সওয়েল ৩-০-২৫-০, ক্রিশ্চিয়ান ১.৪-০-২৯-০।

ফল ঃ কেকেআর ৪ উইকেটে জয়ী।
ম্যাচের সেরা ঃ সুনীল নারায়ণ।

অষ্টমীতে দ্বিতীয় কোয়ালিফায়ার

দিল্লি ক্যাপিটালস বনাম কলকাতা নাইট রাইডার্স
সন্ধ্যা ৭টা ৩০ মিনিট, শারজা
সম্প্রচার ঃ স্টার স্পোর্টস নেটওয়ার্কে

দশমীতে ফাইনাল

চেন্নাই সুপার কিংস বনাম দ্বিতীয় কোয়ালিফায়ারে বিজয়ী দল
সন্ধ্যা ৭টা ৩০ মিনিট, দুবাই
সম্প্রচার ঃ স্টার স্পোর্টস নেটওয়ার্কে

'দিনটা আজ আমার ছিল'

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১১ অক্টোবর : সাকিব আল হাসানের ব্যাটে নাইটদের ম্যাচ জয়ের পরই ক্যামেরায় ধরা পড়ল তাঁর মুখটা। যন্ত্রণায় কুঁকড়ে গিয়েছেন। নিজেকে ধরে রাখার প্রবল চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন বিরাট কোহলি। নেতা হিসেবে রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স ব্যাঙ্গালোরকে একবার চ্যাম্পিয়ন করার স্বপ্ন আজ চুরমার হয়ে গেল তাঁর।

কলকাতা নাইট রাইডার্সের ডাগআউটে তখন বাঁধভাঙা উচ্ছ্বাস। ক্যাপ্টেন ইয়োন মরগ্যান ও সাকিবকে কোলে তুলে নিতে চাইছে পুরো দল। সাজঘরের বারান্দায় সাফল্যের হাসি নিয়ে সব নজরে রাখছেন সুনীল নারায়ণ। আজ তো তাঁরই দিন। বল হাতে ৪ উইকেট। ব্যাট হাতে ১৫ বলে ২৬। স্বাভাবিকভাবেই ম্যাচের সেরা হওয়ার পর নারায়ণ প্রবল আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে বলে দিলেন, 'আমি বরাবরই ঠান্ডা মাথার মানুষ। নিজের কাজটা জানি। দলের সাফল্যে অবদান রাখতে পেরে আমি গর্বিত। আসলে দিনটা আজ আমারই ছিল।' ২০১৪ সালে শেষবার যখন কেকেআর আইপিএল চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল, তখনও দলের সাফল্যে বড় অবদান ছিল নারায়ণের। আজও অলরাউন্ডারের ভূমিকায় দারুণ সফল তিনি। নয়া বোলিং অ্যাকশনে বাজিমাতের পর নারায়ণ বলেন, 'সবরকম পরিস্থিতির জন্য তৈরি থাকি আমি। কখনও সাফল্য আসে। আবার কখনও সেটা হয় না। কিন্তু আমি হাল ছাড়ি না কখনোই।'

নারায়ণের এমন মনোভাবের পাশে তাঁর অলরাউন্ড ক্রিকেট কোহলি ও মরগ্যানেরও হৃদয় ছুঁয়ে গিয়েছে। আরসিবি-র ক্যাপ্টেন হিসেবে শেষ ম্যাচের পর কোহলি বলেন, 'কেকেআরের স্পিনাররা মাঝের ওভারে ফারাক গড়ে দিয়েছে। বিশেষ করে নারায়ণ। অসাধারণ বোলিং করল। অলরাউন্ড পারফর্ম করে ও প্রমাণ করল কেন আইপিএলের দুনিয়ায় ওর এত কদর।' কোহলির গলায় হতাশা থাকলে কেকেআর অধিনায়কের গলায় ছিল আগামীর স্বস্তি। অষ্টমীর রাতে দিল্লির বিরুদ্ধে নামার আগে দলের সার্বিক পারফরমেন্সে সন্তুষ্ট মরগ্যান। নারায়ণকে সাফল্যের যাবতীয় কৃতিত্ব দিয়ে তিনি বলেছেন, 'সুনীল আমাদের কাজটা সহজ করে দিয়েছিল আজ। ওর ছন্দ আমাদের সবাইকে আনন্দ দিয়েছে।'

এদিকে, আজ খেলার মাঝে আম্পায়ারের সঙ্গে তর্কাতর্কি করে বিতর্কে কোহলি। তাঁর জরিমানা হতে পারে।

ধোনির প্রশংসা পন্টিংয়ের

হারায় প্রশ্নের মুখে ঋষভের স্ট্র্যাটেজি

দুবাই, ১১ অক্টোবর : হাতে কাগিসো রাবাদার মতো বোলার।

অথচ, শেষ ওভারে কিনা টম কুরান! তখনই অনেকে প্রমাদ গুনেছিলেন। শেষপর্যন্ত আশঙ্কাই সত্যি। মহেন্দ্র সিং ধোনির দুরন্ত ফিনিশের মাঝেও ঋষভ পন্থের বোলিং পরিবর্তন প্রশ্নের মুখে। ভার্চুয়াল সাংবাদিক সম্মেলনে যা তাড়া করল দিল্লি ক্যাপিটালসের দলপতিকে। উত্তর দিতে গিয়ে রীতিমতো ঠোক্কর খেলেন ডাকাবুকো ঋষভ।

পন্থের পিঠ চাপড়ে দিচ্ছেন ধোনি।

দিল্লির অধিনায়কের যুক্তি, 'টম আগের ওভারগুলি ভালো বোলিং করেছে। তাই শেষ ওভার ওকে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিই। কিন্তু শেষ ওভারেই রান হয়ে গেল। এই ম্যাচের ভুলগুলি থেকে আমাদের শিক্ষা নিতে হবে। আশা করি, পরের ম্যাচে আমরা জিতব এবং ফাইনালের উঠতে সক্ষম হব।'

রবিবাসরীয় ডুয়েলে জয়ের পরিস্থিতি তৈরি করেও হার। পৃথ্বী শ, ঋষভের কাঁধে চেপে ৫ উইকেটে ১৭২ রান তোলে দিল্লি। ইনিংস ব্রেকে রীতিমতো আত্মবিশ্বাসী ছিলেন ঋষভ। বিশ্বাস ছিল, রানটা যথেষ্ট হবে চেন্নাইকে আটকে দিতে। রুতুরাজ গায়কোয়াড়, রবীন উথাপ্পার পর ধোনির ঝোড়ো ইনিংসে স্বপ্নভঙ্গ। হতাশা প্রকাশের ভাষা খুঁজে পাচ্ছেন না ঋষভ। ম্যাচ শেষে বলেছেন, 'দলের জন্য বড় ধাক্কা। হতাশা প্রকাশের ভাষা পাচ্ছি না। ভেবেছিলাম রানটা উইনিং স্কোর। কিন্তু পাওয়াল প্লে-তে চেন্নাই দারুণ ব্যাটিং করল। আমরাও নিয়মিত উইকেট নিতে পারিনি। হারের মূল কারণ সেটাই। অবশ্য ফাইনালে ওঠার আরও একটা সুযোগ থাকছে দিল্লির সামনে। ১৩ অক্টোবর দ্বিতীয় কোয়ালিফায়ার। আর ভুল করতে রাজি নই।'

দিল্লির হেডকোচ রিকি পন্টিং আবার কৃতিত্বটা দিচ্ছেন প্রতিপক্ষ অধিনায়ককে। বলেছেন, 'ধোনি গ্রেটদের অন্যতম। ম্যাচের পরিস্থিতি যা ছিল, তাতে আমরা ভেবেছিলাম রবীন্দ্র জাদেজা নামবে। কিন্তু ধোনি আগে নেমে সবকিছু উলটে দিল। নিশ্চিতভাবে ক্রিকেট ইতিহাসের অন্যতম সেরা ফিনিশার।' ব্যর্থতার দায় দিল্লির বোলারদেরও। পন্টিংয়ের যুক্তি, সঠিক জায়গায় বল রাখতে পারেননি বোলাররা। আর মাহির মতো ব্যাটসম্যানের বিরুদ্ধে ভুল করলে, তার খেসরাত দিতেই হয়। দীর্ঘদিন ধরে ডেথ ওভারে এটাই করে আসছেন ধোনি।

শেষ করে ফিরতে চেয়েছিলাম : ধোনি

দুবাই, ১১ অক্টোবর : তখন প্রায় মাঝরাত।

ঘুম দূরে থাক, গোটা হোটেল জেগে বিজয়ীদের স্বাগত জানাতে। দুরন্ত ফিনিশে দিল্লি ক্যাপিটালস বধ। নবমবার আইপিএল ফাইনালের টিকিট। হলুদ রঙা টিম বাসটা হোটেলে ঢুকতেই গগনভেদী আওয়াজে রাতের নিঃস্তব্ধতা ভেঙে খানখান।

কারও চোখে জল। কেউ আনন্দে লুটোপুটি। একে অপরকে জড়িয়ে ধরছেন। সিটি মারছেন কেউ। চেন্নাই সুপার কিংসদের ঘিরে সাফল্যের নানান কোলাজ। টম কুরানের চতুর্থ বলটা মাঠের বাইরে মহেন্দ্র সিং ধোনি ছিটকে দিতেই উৎসবের সূচনা।

গোটা ডাগআউট ছুটছে মাঠের দিকে। লক্ষ্য ফিনিশার মাহি। 'কিং ইজ ব্যাক'। আর কিংয়ের কাঁধে চেপে ফাইনালে দল। স্বামীর সাফল্যের আনন্দে সাক্ষীর চোখের কোণও চিকচিক করছে। একটু দূরে গ্যালারিতে দলের জার্সি পরা দুটি বাচ্চা হাইহাউ করে টানা কেঁদে চলেছে! দলের প্রতি ভালোবাসা, মাহি-আবেগ!

ক্যামেরাতে তা ধরা পড়ার পর সতীর্থদের সঙ্গে উৎসব ভুলে মাহিও দৌড়োলেন দুই খুদে সমর্থকের দিকে। সঙ্গে উপহার অটোগ্রাফ করা বল। মাঠ থেকেই ছুড়ে দিলেন। দিনের অন্যতম সেরা ছবিটা ছুঁয়ে গেল সুনীল গাভাসকারকেও। কিংবদন্তির কথায়, 'চেন্নাই সমর্থকরা এরকমই। সিএসকে ওদের কাছে শুধু দল নয়, একটা পরিবার।'

আর সেই পরিবারের 'হেড' এমএস। চল্লিশের চালশেমি থাবা বসালেও এখনও পুরোপুরি ফুরিয়ে যাননি। এখনও যখন মিডাস টাচটা বেরিয়ে আসে, তখন বিপক্ষ দল দর্শক। গতকাল তেমনই একটা রাত। 'ফিনিশার ফিনিশ হয়নি', 'কিং ইজ ব্যাক', 'চিরকালের সেরা ফিনিশার'- আবারও চেনা বিশেষণগুলি ছেয়ে থাকল সোশ্যাল মিডিয়ায়।

দিল্লি ম্যাচ, মাহির কাছেও যেন

আবেগের নাম মাহি...

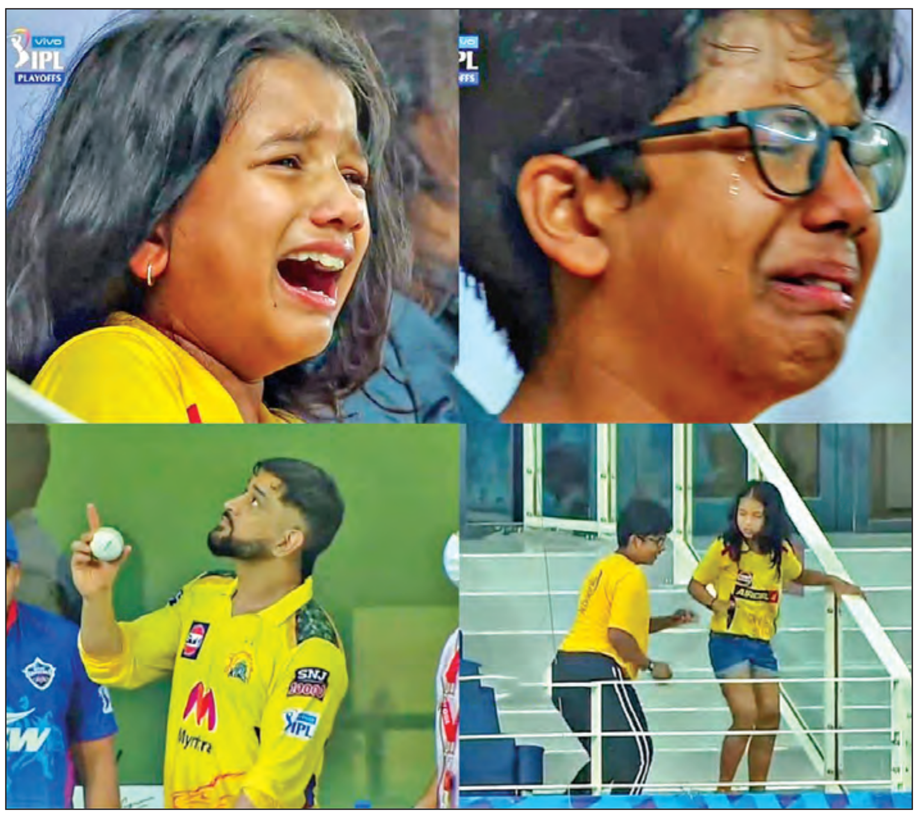

তখন চেন্নাই সুপার কিংস চাপে। কান্না দুই সমর্থকের। ম্যাচ শেষে তাদের সই করা বল দিলেন মহেন্দ্র সিং ধোনি।

নিজেকে নতুন করে চেনার মঞ্চ হয়ে থাকল। গ্রুপ লিগে পুরোপুরি ব্যর্থ। রান পাননি। যে কয়টা রান করেছেন, তাতেও গতিমন্থরতায় ভুগেছেন। সমালোচনায় পড়তে হয়েছিল। কেন কেরিয়ারকে এভাবে টানছেন? প্রশ্নগুলি বড় আকার নিচ্ছিল। স্বস্তির সাফল্য শেষে মাহিও স্বীকার করে নিলেন, বেশ কিছুদিন ধরে সাফল্য পাচ্ছিলেন না। মরিয়া ছিলেন, ফিনিশের সুযোগটা কোনওভাবে হাতছাড়া না করতে।

মাত্র ৬টি বলের ইনিংসে যে ঝড় তুললেন, তাতে উড়ে গেল দিল্লির যাবতীয় প্রতিরোধ। ১টি ছক্কা, চারটি বাউন্ডারি- গ্রেট ফিনিশারের ঝলক। শেষ ওভারে ১৩ রান দরকার পরিস্থিতিতে চার বলেই বৈতরণি পার! মাহির কথায়, 'ইনিংসটা গুরুত্বপূর্ণ ছিল। বল দেখে শট খেলার চেষ্টা করেছি। টম (বোলার) কী করতে চাইছে, তা বুঝে ব্যাট চালিয়েছি। আসলে নেটে ভালো ব্যাটিং করলেও, ম্যাচে রান পাচ্ছিলাম না। এদিন মরিয়া ছিলাম, ম্যাচ শেষ করে ফেরার জন্য।'

গত মরশুমে প্লে-অফে জায়গা হয়নি। সিএসকে-র ইতিহাসে যা প্রথম। ধাক্কাটা কাটিয়ে উঠতে এবার ভালো কিছুর পণ করে নেমেছিল মাহি ব্রিগেড। ফাইনালের টিকিট পকেটে পোরার পর ক্যাপ্টেন কুলের কথায় সেই সুরটাই ধরা পড়ল। মাহির কথায়, গতবার ব্যর্থ হলেও, শেষ কয়েকটা ম্যাচে দল সাফল্য পেয়েছিল। দেরিতে হলেও গতবার সংযুক্ত আরব আমিরশাহির আবহাওয়াতে মানিয়ে নেওয়ার সেই অভিজ্ঞতাটাই এবার কাজে লেগেছে।

ফিনিশার ধোনির জন্য মঞ্চটা তৈরি করে দেন তরুণ তুর্কি রুতুরাজ গায়কোয়াড় ও পোড়খাওয়া রবিন উথাপ্পা। তৃতীয় সিএসকে-র ব্যাটার হিসেবে এবার ৬০০ প্লাস রান করেন রুতুরাজ। তরুণ সতীর্থকে প্রশংসায় ভরিয়ে দিয়ে মাহি বলেছেন, 'অত্যন্ত পরিণত ক্রিকেট খেলছে। দারুণ লাগছে ওকে দেখে। জমে গেলে ওর লক্ষ্য থাকে শেষপর্যন্ত ক্রিজে থাকা। রবিনও দুর্দান্ত ব্যাটিং করল। তিন নম্বরে মইন আলিও ভালো ইনিংস খেলল। নিজের ব্যাটিংও উপভোগ করেছি।' প্রাপ্তির ম্যাচ। তবে কাজ এখনও শেষ হয়নি। আর একটা ম্যাচ- তাহলেই প্রাপ্তির ঘড়া পূর্ণ।

প্রতিক্রিয়া

সুনীল গাভাসকার

জাদেজা আগের ম্যাচগুলিতে ভালো খেলেছে। কিন্তু এদিন ধোনি আগে নেমেছে। অধিনায়ক হিসেবে দায়িত্ব নিয়ে ম্যাচ শেষ করতে চেয়েছিল। আর মনেপ্রাণে চেয়েছিল বলেই পেরেছে।

ম্যাথু হেডেন

দারুণ খুশি আমি। অসাধারণ খেলল মাহি। মরশুমটা মোটেই ভালো যায়নি। ওকে নিয়ে প্রশ্ন তৈরি হচ্ছিল। কিন্তু কীভাবে জবাব দিতে হয় দেখিয়ে দিল।

টি২০ বিশ্বকাপের পরই আলোচনা করবে আইসিসি

দুবাই, ১১ অক্টোবর : দুই দেশের বোর্ডের মধ্যে কথাবার্তা চলছে।

জট ছাড়াতে সম্ভাব্য বেশকিছু বিকল্প রাস্তা নিয়ে ইসিবি কর্তাদের সঙ্গে কথাবার্তা বলেছেন সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়, জয় শা-রা। অবশ্য চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে আইসিসির ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। খবর, টি২০ বিশ্বকাপের পরই ভারত-ইংল্যান্ড অসমাপ্ত সিরিজ নিয়ে পদক্ষেপ করতে চলেছে আইসিসি।

বাতিল ম্যাঞ্চেস্টার টেস্ট আর স্থগিত সিরিজের ভবিষ্যৎ নিয়ে এদিন আইসিসির সিইও জিওফ অ্যালারডিস

ভারত-ইংল্যান্ড স্থগিত সিরিজ

বলেছেন, 'বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের নিয়ম অনুযায়ী, কোনও ম্যাচ বাতিল হলে, প্রথম পদক্ষেপ হবে নতুন সূচি তৈরি করে, তা সম্পন্ন করা। আমাদের টুর্নামেন্ট কমিটি বিষয়টি খতিয়ে দেখে সিদ্ধান্ত নেবে। ভারত-ইংল্যান্ড সিরিজে বাতিল ম্যাঞ্চেস্টার টেস্ট নিয়ে আগামী মাসে আইসিসির সভায় আলোচনা হবে।'

৫ ম্যাচের সিরিজে প্রথম চার টেস্টের পর ভারত ২-১ এগিয়ে। পঞ্চম টেস্ট স্থগিত হয়ে যায় ভারতীয় শিবিরে করোনা হানার জেরে। বিশ্বকাপে যাতে ইংল্যান্ড-ভারত সিরিজের মতো পরিস্থিতি তৈরি না হয়, তার জন্যও উদ্যোগী আইসিসি। করোনার সম্ভাব্য হানা সামাল দিতে বিশেষ মেডিকেল কমিটিও থাকছে। এই কমিটিতে রয়েছেন ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের চিকিৎসক অভিজিৎ সালভি।

আশ্বস্ত করে অ্যালারডিস বলেছেন, 'সদস্য দেশগুলির সঙ্গে বিস্তারিতভাবে তথ্য আদানপ্রদান হয়েছে। টুর্নামেন্ট চলাকালীন করোনার সম্ভাব্য হানা হলে, তা সামলাতে বিশেষ কমিটি গঠন করা হয়েছে। ম্যাচ শুরুর আগে এই কমিটিই সবদিক খতিয়ে দেখে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেবে।'

তরুণের ফুটবল শুরু ১৬ই

ফাঁসিদেওয়া, ১১ অক্টোবর : সহদরগছ তরুণ সংঘের তিনদিনের ফুটবল ১৬ অক্টোবর শুরু হবে। আয়োজকদের তরফে জানানো হয়েছে, বিধাননগর হাসপাতাল মাঠে ১৬টি দল খেলবে। চ্যাম্পিয়নদের ট্রফি ও ৩০ হাজার টাকা দেওয়া হবে। রানার্সরা ট্রফির সঙ্গে পাবে ২০ হাজার টাকা।

সেরা সুজয়-শুভজিৎ

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ১১ অক্টোবর : আমরা সবাই সূর্য সেন স্পোর্টিং ক্লাবের তন্ময় মুখোপাধ্যায় ও পরিমল সাহা ট্রফি ক্যারম প্রতিযোগিতায় চ্যাম্পিয়ন হল সুজয় মজুমদার-শুভজিৎ বিশ্বাস। সোমবার ফাইনালে তাঁরা বিশ্বজিৎ ভগৎ-মোহন ভগতকে হারিয়েছেন।

চ্যাম্পিয়ন ফিনিক্স

চালসা, ১১ অক্টোবর : মূর্তি রুরাল সোশ্যাল বয়েজ ক্লাবের ফুটবলে চ্যাম্পিয়ন হল বাতাবাড়ির ফিনিক্স স্পোর্টিং ক্লাব। সোমবার ফাইনালে তারা টাইব্রেকারে ৪-২ গোলে দোমোহনি অ্যাকাডেমিকে হারিয়েছে। নির্ধারিত সময়ে ম্যাচ গোলশূন্য ছিল।

মূর্তি রুরাল সোশ্যাল বয়েজ ক্লাবের ফুটবলে চ্যাম্পিয়ন হওয়ার পর ফিনিক্স।

সেরা কুচিয়ামোড়

ফাঁসিদেওয়া, ১১ অক্টোবর : সবার সাথে, সবার পাশে ওয়েলফেয়ার সোসাইটির ফুটবলে চ্যাম্পিয়ন হল কুচিয়ামোড় স্পোর্টিং ক্লাব। সোমবার ফাইনালে তারা ১-০ গোলে গুয়াবাড়ি পাখিজা ক্লাবকে হারিয়েছে। চটহাট হাইস্কুলের মাঠে গোল করেন ফাইনালের সেরা সিলভানুস টোপ্পো। প্রতিযোগিতার সেরা পাখিজার ডেভিড সাই। সেরা ডিফেন্ডার ও সেরা গোলরক্ষক যথাক্রমে কুচিয়ামোড়ের ইলা ছেত্রী ও বাপি জমাদার।

চ্যাম্পিয়ন ট্রফির সঙ্গে কুচিয়ামোড় স্পোর্টিং ক্লাবের ফুটবলাররা। -সৌরভ রায়